বাদাবন সংঘ
Badabon Sangho
(A Women's Rights Organisation)

নারী সুরক্ষা
সংক্রান্ত আইন

Women Safeguarding
L a w s

প্রশিক্ষণ মডিউল
Training Module

সময়কাল–২ দিন
Duration: 2 Days

ভূমিকা:

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। সাংবিধানিকভাবে নারী পুরুষের সমানাধিকার স্বীকার করা হলেও নানাবিধ কারণে নারী অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সুযোগ লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত। একটি উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যা প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশের নারী সমাজের দীর্ঘদিনের বৈষম্যের অবসান কল্পে সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগও আজ লক্ষ্যণীয়। একথা আজ নির্দিধায় বলা যায়, আজকের এই যে যৎকিঞ্চিত পরিবর্তন তার অধিকাংশই এসেছে বেসরকারী উদ্যোগের কারণে। দেশের বিভিন্ন নারী সংগঠন, এনজিও নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের অবসানের লক্ষ্যে কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। নারীর আত্মবিকাশের পথ সুগম করতে এসব সংগঠন বিভিন্ন সাংগাঠনিক কাজের পাশাপাশি নারীর স্বপক্ষে নতুন আইন প্রণয়ন করতে সরকারের কাছে প্রতিনিয়ত দাবি জানাচ্ছে।

একটি কল্যাণকর সমাজ গঠনের অন্যতম শর্ত হচ্ছে সুষম আইনের শাসন নিশ্চিত করে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আইন সম্পর্কে জানা মানে নিজের অধিকার সম্পর্কে জানা। এই প্রশিক্ষণ মডিউলে দৈনন্দিন জীবনে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রচলিত আইনগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহনকারীগণ নারী সুরক্ষা সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে জানবেন ও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন হবেন। এই সচেতনতার মাধ্যমে তারা প্রতারক শ্রেণির হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন এবং অহেতুক মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থাকতে পারবেন।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য:

নারীদের আইনগত ধারনা প্রদানের মাধ্যমে অধিকার আদায়ে সচেতন করা এবং বিদ্যমান আইনকে তাদের নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য ব্যবহার করতে শেখানো।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

- নারী সুরক্ষা আইন সম্পর্কে ধারনা পাবে ও
- অধিকার আদায়ে এবং সংরক্ষণে বিদ্যমান আইনকে কাজে লাগাতে পারবে

কারা এই প্রশিক্ষণ পাবেন:

বাদাবন সংঘ'র নারী দলের নেত্রীগন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি

প্রশিক্ষণে যে সব পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে:

প্রধানত অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে এ কোর্সটি পরিচালিত হবে। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি হিসেবে বক্তৃতা ও আলোচনা, দলীয় আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, কেইস স্টাডি, প্রদর্শন ও নাটিকা প্রভৃতি পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

প্রশিক্ষণ উপকরণ ও সহায়ক সামগ্রী:

প্রশিক্ষণ কোর্সটি কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষণ উপকরণ ও সহায়ক সামগ্রী হিসাবে হ্যান্ড আউট, নেম কার্ড, খাতা বা প্যাড, কলম, রঙিন পোষ্টার পেপার, টেপ রেকর্ডার ও অডিও ক্যাসেট, হোয়াইট বোর্ড, ফ্লিপ চার্ট, আর্ট লাইন মার্কার (বিভিন্ন কালারের), হোয়াইট বোর্ড মার্কার (বিভিন্ন কালারের), মাসকিং টেপ, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে মাল্টিমডিয়া ব্যবহারের সুযোগ থাকবেনা সেখানে পোস্টার পেপারে গুরুত্বপূর্ন বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হবে।

প্রথম দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	সহায়ক
১	০৯.৩০ - ০৯.৫০	▪ প্রশিক্ষণ উদ্বোধন। ▪ বাদাবন সংঘ ও নারী অধিকার দল সম্পর্কে ধারনা প্রদান। ▪ আয়োজক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারনা প্রদান	বাদাবন সংঘ ও আয়োজক প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড সম্পর্কে ধারনা প্রদান।	বক্তৃতা, পোস্টার, পেপার, পাওয়ার প্রেজেন্টেশন।	পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া	
২	০৯.৫০ - ১০.৩০	▪ পরিচয় পর্ব ▪ প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা ▪ প্রশিক্ষণ আদর্শ	জড়তা বিমোচন, অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন; প্রশিক্ষণ চলাকালীন করণীয় নির্ধারণ	ছোট দলে আলোচনা, খেলা।	টেনিস বল	
৩	১০.৩০ - ১১.১৫	আইন কি ? নারী সুরক্ষায় আলাদা আইন কেন? নারী সুরক্ষা সংক্রান্ত আইন।	আইন ও নারী সুরক্ষা সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে জানবেন।	বক্তৃতা, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও পাওয়ার প্রেজেন্টেশন	মাল্টিমিডিয়া	
১১.১৫-১১.৩০				চা-বিরতি		
৪	১১.৩০ - ১২.১৫	অধিকার কি? অপরাধ কি? অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনের আশ্রয় লাভের পদ্ধতি এবং জি ডি, এজাহার সম্পর্কে ধারনা প্রদান।	অধিকার ও অপরাধ সম্পর্কে ধারনা প্রদান। জি ডি, এজাহার ও আদালতে আইনের আশ্রয় লাভ সম্পর্কে অবহিত হওয়া ।	বক্তৃতা, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও পাওয়ার প্রেজেন্টেশন। গ্রুপ ওয়ার্ক।	মাল্টিমিডিয়া।	
৫	১২.১৫ - ০১.১৫	বিবাহ সংক্রান্ত আইনও বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন	হিন্দু ও মুসলিম বিবাহ আইন সম্পর্কে জানবেন। বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন আইন সম্পর্কে জানবেন	গল্প বলা,আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন	পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া	

প্রথম দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	সহায়ক
৬	০২.০০ - ০৩.০০	মুসলিম উত্তরাধিকার আইন ও নারীর অংশ	মুসলিম উত্তরাধিকার আইন কি এবং সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়	আলোচনা ও ভাবনা মিল মিল খেলা	কার্ড, মার্কার, ব্রাউন পেপার	
৭	০৩.০০ - ০৪.০০	হিন্দু আইন সম্পর্কে ধারনা	হিন্দু উত্তরাধিকার আইন ও ভরণপোষন আইন সম্পর্কে জানবেন	প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও দলীয় কাজ	**পোস্টার পেপার, ফ্লিপশীট**	
০৪.০০-০৪.১৫				**বিকেলের চা বিরতি**		
	০৪.১৫ - ০৪.৩০	**দিনের প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা**	**অংশগ্রহনকারীরা প্রশিক্ষণ সম্পর্কে মতামত জানাবেন**	**বক্তৃতা**		

দ্বিতীয় দিন

	০৯.৩০ - ১০.৩০	প্রথম দিনের শিখন রিভিউ	অংশগ্রহনকারীগণ প্রথমদিনের অধিবেশনের বিষয় এবং শিখনগুলো বলতে পারবেন	অনুভূতি, বিনিময়/শিখন একে একে বলা		
৮	১০.৩০ - ১১.৩০	পারিবারিক আদালত ও আইন	পারিবারিক আদালতের মামলার বিষয়বস্তু ও মামলার পদ্ধতি সম্পর্কে অংশগ্রহনকারীদের অবহিত করা	আলোচনা, বক্তৃতা ও স্লাইড প্রদর্শন	মাল্টিমিডিয়া, ফ্লিপশীট	
১১.৩০-১২.০০				চা-বিরতি		
৯	১২.০০ - ০১.০০	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অপরাধ এবং এই আইনের আওতায় সাজা ও বিচার পদ্ধতি	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সম্পর্কে ধারনা প্রদান। আইনের বৈশিষ্ট্য ও আশ্রয় লাভের পদ্ধতি সম্পর্কে ধারনা প্রদান ।	বক্তৃতা, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন	মাল্টিমিডিয়া	

দ্বিতীয় দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়	উদ্দেশ্য	পদ্ধতি	উপকরণ	সহায়ক
০১.০০-০২.০০				দুপুরের খাবার বিরতি		
১০	০২.০০ - ০৩.০০	ভূমি অধিকার প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন-২০২৩	ভূমি অপরাধ অধিকার প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন সম্পর্কে জানবেন আইনের সহায়তা গ্রহনের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হবেন।	আলোচনা, বক্তৃতা ও স্লাইড প্রদর্শন	পোস্টার পেপার, মাল্টিমিডিয়া, হ্যান্ডআউট	
	০৩.০০ - ০৩.৩০	বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও যৌতুক	অংশগ্রহনকারীগণ বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, এবং যৌতুক নিরোধ আইন এবং প্রতিকার সম্পর্কে জানবেন।	তথ্যাবশেষ ও বড় দলে তথ্যপত্র নিয়ে আলোচনা	নোটপ্যাড, কলম, তথ্যপত্র	
০৩.৩০-০৩.৪৫				চা-বিরতি		
১১	০৩.৪৫ - ০৪.৩০	কোর্স রিভিউ, মূল্যায়ন, সমাপনী	কোর্স সম্পর্কে অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবেন, মূল্যায়ন করবেন	অংশগ্রহনকারীদের বক্তব্য, মূল্যায়ন শীট পূরণ	মূল্যায়ন শীট	

প্রশিক্ষণ বিষয়ক কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য সহায়কের করণীয়

প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী:

- অংশগ্রহণকারীদের ধরন ও সংখ্যা নির্ধারণ এবং নির্বাচন করা।
- প্রশিক্ষণের তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করা।
- প্রশিক্ষণের পূর্বেই প্রশিক্ষণের বিষয়, প্রশিক্ষণের স্থান ও তারিখ প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে অবগত
- সুষ্ঠুভাবে প্রশিক্ষণের অধিবেশনসমূহ পরিচালনার জন্য মডিউলটি ভালভাবে পড়া।
- প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সহায়ক সামগ্রী, হ্যান্ডনোট তৈরী, সংগ্রহ ও অধিবেশনের ক্রমানুযায়ী সংরক্ষণ করা।
- প্রশিক্ষণ কক্ষের আসন বিন্যাস ঠিক আছে কি না তা পরীক্ষা করা।
- পাঠ পরিচালনার জন্য একটি পাঠ পরিকল্পনা পূর্বেই করে রাখা।

প্রশিক্ষণ চলাকালীন:

- অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে কুশল বিনিময় করা।
- শুরুতেই অংশগ্রহণকারীদের নিবন্ধন সম্পন্ন করা।
- প্রশিক্ষণ কক্ষের নিয়মাবলি প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা।
- পূর্বদিনের আলোচিত পাঠ যাচাই করা এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে অধিবেশনের বিষয়ে প্রবেশ করা।
- সহজ, সুন্দর, স্পষ্ট ও সাবলীলভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা।
- অল্প অল্প করে আলোচনা করা এবং প্রশ্ন করে মূল্যায়ন করা।
- অংশগ্রহণকারীদের সাথে দৃষ্টি সংযোগ করে কথা বলা।
- আত্মবিশ্বাসের সাথে অধিবেশন পরিচালনা করা যাতে সহায়কের উপর অংশগ্রহণকারীদের আস্থা তৈরী হয়।
- প্রশ্ন করার সময় পুরো দলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা। দলের যে কেউ উত্তর দিতে পারেন। দলের কেউ উত্তর না দিলে সে ক্ষেত্রে অন্য অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করা।
- ধৈর্য্যের সাথে অংশগ্রহণকারীদের মতামত শোণা।
- সবাইকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করানো এবং দ্বিমুখী আলোচনা করা।
- শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করলে মনোযোগ দিয়ে শুণে সহজভাবে উত্তর দেয়া।
- শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে পাঠের বিষয়ের সাথে মিলে যায় এরূপ ঘটনা শুনতে চাওয়া।
- নিজেকে শিক্ষক মনে না করে দলের একজন ভাবা।
- আলোচনার একঘেঁয়েমী দূর করার জন্য পাঠের বিষয়ের সাথে মিল রেখে গল্প বলা।
- সহ সময় হাসি খুশী থাকা ও বলার সময় শারীরিক ভাষা প্রয়োগ করা।
- পুরো পাঠ শেষ হলে পাঠের উপর শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করে শিখণ মূল্যায়ন করা।
- পাঠলব্ধ জ্ঞান কিভাবে কাজে লাগাতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করা।
- অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে পরবর্তী দিন যথাসময়ে আসার অঙ্গীকার নেয়া এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে দিনের কার্যক্রম শেষ করা।

অধিবেশন
০১-০২

উদ্বোধন,
বাদাবন সংঘের পরিচিতি,
অংশগ্রহনকারীদের পরিচিতি পর্ব,
প্রশিক্ষন কর্মশালার নিয়মাবলী
উদ্দেশ্য বর্ণনা।

উপকরণ:

ফ্লিপশীট, মার্কার ও চকলেট।

উদ্দেশ্য:

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগন

- বাদাবন সংঘ সম্পর্কে জানবেন।
- পরস্পরের সাথে পরিচিত হবেন ও প্রত্যাশা ব্যক্ত করবেন।
- প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানবেন।
- প্রশিক্ষনের নিয়মাবলী সম্পর্কে জানবেন ।

পদ্ধতি:

বাদাবন সংঘ'র পক্ষ থেকে সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করবেন এবং বাদাবন সংঘ ও তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে বলবেন। সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করবেন এবং তাদের নাম রেজিষ্টেশন নিশ্চিত করেবেন। প্রশিক্ষনের শুরুতে জড়তা ভেঙ্গে একটি বন্ধু সুলভ পরিবেশ সৃষ্টি করুন। অংশগ্রহনকারী প্রত্যেকে নিজ পেয়ার খুঁজে নিবেন এবং তাদের নিজ নাম, বসবাসের স্থান, কী কাজ করেন তা বলবে ও একে অন্যের সাথে পরিচিত হবে। পরিচিতি পর্ব শেষে নিজ পেয়ারকে চকলেট দিবেন। অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা ব্যাক্ত করার জন্য একটি প্রত্যাশা বৃক্ষ তৈরি করুন এবং সরবরাহকৃত ভিপ কার্ডে তাদের প্রত্যাশা লিখে প্রত্যাশা বৃক্ষের বিভিন্ন স্থানে লাগাতে বলুন। অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ রুমের নিয়ম সম্পর্কে জানতে চান। এ সর্ম্পকে তাদের মতামত শুনুন ও নোট করুন। যদি কোন কিছু সংযোজনের প্রয়োজন হয় তা সংযোজন করে প্রশিক্ষণ রুমের নিয়ম সর্ম্পকিত পোষ্টার প্রশিক্ষণ রুমের দৃশ্যমান স্থানে লাগিয়ে রাখুন। এরপর অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। আলোচনা শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

পরিচিতি পর্ব

উদ্দেশ্য:

সকল অংশগ্রহণকারী একে অপরের সাথে পরিচিত হবে।

পদ্ধতি:

এ প্রশিক্ষণ সফল করে তোলার লক্ষ্যে এখন আমরা সকলেই সকলের সাথে পরিচিত হবো। 'উন্মুক্ত আলোচনা' পদ্ধতিতে পরস্পরের পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে হবে। কিভাবে পরিচিত হলে খুব আনন্দদায়ক হবে, যাতে করে এ ঘটনা সারাজীবন মনে থাকে, প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের হতে এ ব্যাপারে ধারণা নেবে। অংশগ্রহনকারীদের ধারণা নেবার পর প্রশিক্ষক নিজেও ধারণা দিতে পারে। আসুন, আজ আমরা একটু অন্যভাবে পরিচিত হই। সবসময় তো নিজের পরিচয় নিজে দিয়েছি। আজকে একজন অন্যজনকে পরিচিত করাবো।

যেমন : আমি এখন থেকে ২/৩ মিনিট একজন নতুন বন্ধুর সাথে পরিচিত হব। তার সম্পর্কে জানব। তার অসাধারণ গুণের কথা জানব। তার প্রতিভার কথা জানব। এরপর সবার সামনে এসে একজন আরেকজন সম্পর্কে তার অসাধারণ গুণের কথা তুলে ধরে পরিচয় করিয়ে দেবে। এভাবে সবাই সবাইকে।

(এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক পেয়ার্ড শেয়ারিং পদ্ধতি ব্যবহার করবেন। নম্বর গণনা পদ্ধতি, গানের কলি প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের জোড় বেধেঁ দেয়া যেতে পারে। জোড় বাধাঁর সময় প্রশিক্ষক, আয়োজকদেরও অংশগ্রহণকারীদের

সাথে জোড় বেধে দেয়া যেতে পারে। এতে অংশগ্রহণকারীদের সাথে হৃদ্যতা বাড়ে এবং তারা প্রশিক্ষকদের আপন করে নেয়।)

আশা করছি আমরা সকলেই সকলের সাথে পরিচিত হয়েছি। পরবর্তী তিন/চার দিনে এ পরিচিতি আরো দৃঢ় হবে। আমাকে সহযোগিতার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। অথবা প্রথমে সবাইকে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে বলুন। তারপর একে অপরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও পরিচিত হতে বলুন। এভাবে একজনের পক্ষে যতজনের সাথে পরিচিত হওয়া সম্ভব তাদের ততজনের সাথে পরিচিত হতে বলুন। এই প্রক্রিয়াটি ১০মিনিট ধরে চলতে দিন। সময় শেষ হলে সবাইকে স্ব স্ব আসনে বসতে অনুরোধ করুন। এরপর জানতে চান কে সবচেয়ে বেশি জনের সাথে পরিচিত হতে পেরেছে। কয়েক জনের কাছ থেকে শুনুন। এবার সবাই সবাইকে জোরে করতালি দেবার মাধ্যমে ধন্যবাদ দিয়ে এই অধিবেশন শেষ করুন।

প্রত্যাশা ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

অধিবেশনের উদ্দেশ্য:

- প্রশিক্ষণে কি কি বিষয় আলোচনা হবে বলে অংশগ্রহণকারীরা প্রত্যাশা করেন এবং কি কি ব্যাপারে তারা উদ্বিগ্ন তা যাচাই করা।
- দুই দিনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ কি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ শুরু করবেন এবং কি কি ফলাফল অর্জন করবেন তা বিশ্লেষণ করা।

অনুবিষয়:

- প্রশিক্ষণ থেকে প্রত্যাশা (Expectations) এবং ভীতিসমূহ (Fears)
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও কাঙ্খিত ফলাফল

পদ্ধতি:

প্রশ্ন-উত্তর, বক্তৃতা আলোচনা, পোস্টার প্রদর্শন

আলোচনা প্রক্রিয়া:

ধাপ-১: প্রশিক্ষণ থেকে প্রত্যাশা (Expectations) এবং ভীতিসমূহ (Fears)

সহায়ক 'প্রশ্ন-উত্তর' পদ্ধতিতে জানতে চান, এ প্রশিক্ষণ থেকে অংশগ্রহণকারীরা কি কি আশা করেন/প্রশিক্ষণ থেকে তারা কি কি অর্জন করতে চান/ কি ধারনা নিয়ে তারা এসেছেন? এসব প্রশ্নের আলোকে তাদের প্রত্যাশা জানতে চান। অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনুন ও বোর্ডের এক পাশে লিখে রাখুন। আবার আরেকটি প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চান, তারা এখানে কোন কোন বিষয়ে/ ব্যাপারে ভীত কিংবা উদ্বিগ্ন?

অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনুন। সাধারণত নতুন পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়া কিংবা সংসার ফেলে আসা বা কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিতির ব্যাপারে উদ্বিগ্নতার কথা অনেকে বলেন। তাদের অনুভূতির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করুন এবং বলুন বড় কিছু অর্জনের জন্য ক্ষুদ্র কিছু স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। তাদের ত্যাগকে স্বীকৃতি দিয়ে বলুন এখানে সবাই বড় কিছু করার জন্য একত্রিত হয়েছেন। এ ধরণের প্রনোদনা সৃষ্টির মাধ্যমে এমন পরিবেশ তৈরি করুন যাতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে একটি অংশীদারিত্বমূলক,জড়তামুক্ত এবং সহায়ক পরিবেশ গড়ে ওঠে।

ধাপ- ২: প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও কাঙ্খিত ফলাফল

এ পর্যায়ে বলুন আপনারা কি প্রত্যাশা নিয়ে এখানে এসেছেন তা আপনারা বললেন এবং সেগুলি বোর্ডেও আছে।

আমরাও একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি। এবার চলুন আপনাদের প্রত্যাশার সাথে আমাদের উদ্দেশ্যের মিল খোঁজার চেষ্টা করি। এ বক্তব্য শেষে তিনি 'উদ্দেশ্য ও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল' বিষয়ক লিখিত ফ্লিপচার্ট'টি প্রদর্শন করবেন। ফ্লিপচার্টে বর্ণিত প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও কাঙ্খিত ফলাফল একে একে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে পড়ার আহবান করুন এবং প্রতিটির পড়া শেষে ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করুন। এই আলোচনা শেষে সবাইকে ধন্যবাদ দিন।

প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী

উদ্দেশ্য:

প্রশিক্ষণে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

পদ্ধতি:

প্রশিক্ষক বলবেন যে, এ প্রশিক্ষণ আমাদের সকলের। যদি আমরা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে চাই তাহলে আমাদের কিছু কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়ে এগুলে কাজটা ভালো হবে কিনা, তা অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে জানবেন। এবার তিনি প্রশ্ন করবেন, প্রশিক্ষণকে কার্যকর করে তোলার জন্য আমরা কি কি করতে পারি? সে জন্যে আমাদের কি কি নিয়ম কানুন মেনে চলা উচিৎ? এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনবেন এবং তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে নিয়মাবলীর একটা ফ্লিপচার্ট প্রস্তুত করবেন।

প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী:

- সেশনের শুরু হবে সকাল ৯টায় চলবে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে চা বিরতি ও দুপুরের খাবারের বিরতি থাকবে
- চারদিনে প্রত্যেকে একাধিকবার কথা বলবো।
- কোনো কিছু বলতে চাইলে প্রথমে হাত তুলবো।
- নিজেদের মধ্যে পাশাপাশি কথা বলবো না।
- বিরতি ছাড়া প্রশিক্ষণ রুমের বাইরে যাবো না।
- প্রতিটি সেশনে নিয়মিত নোট নেবো।
- আলোচনা চলাকালীন মোবাইল ফোন নিরব রাখব।
- প্রতিটি সেশনে স্বত:স্ফূর্ত অংশ নিব।
- সময়ের প্রতি সচেতন হবো।
- মাঝে মাঝে বিনোদন (গান, গল্প, চুটকি, কবিতা, কৌতুক) করবো।
- বিশেষ কোন বিষয় বাদ পরলে তা যোগ করে দিন। যেমন: শুরু ও শেষ করার সময়, বিরতির সময়। এছাড়াও নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় আনতে পারেন।
- প্রশিক্ষক ক্লাশের মধ্যে ফ্লিপচার্টটি এমন জায়গায় লাগাবেন যেখান থেকে সকল প্রশিক্ষণার্থী তা দেখতে পায়। এরপর বলবে, নারী নেত্রিদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো - তারা কথা দিয়ে কথা রাখে। আশাকরি আপনারা কথা রাখবেন। (এ পর্যায়ে প্রশিক্ষক মিনি ভার্সিটি পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন কাজ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন)
- এই সম্ভাবনাময় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হলে আমাদেরকেও তো সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিতে হবে। আপনারা কী মনে করেন? জানতে চান, আমাদের কি কি বিষয়ে প্রস্তুতি নেয়া দরকার?

মিনি ভার্সিটি মেথড সম্পর্কে বলুন - এই প্রশিক্ষণ কাদের জন্য? তারা বলবে আমাদের জন্য। তাহলে এটি সফল করার দায়িত্ব কার? অপেক্ষা করুন 'এর দায়িত্ব নিশ্চয়ই আমাদের' এটা না বলা পর্যন্ত আপনারা কিভাবে প্রশিক্ষণকে সফল করতে চান? দায়িত্ব নেবার আগে আসুন আমরা দেখি সফল করতে হলে কি কি কাজ আমাদের করতে হবে? কাজ বাছাই করার পর আমরা সকলেই সেগুলি ভাগ করে নেবো। এমনভাবে কাজগুলি ভাগ করে নেবো যাতে করে আমরা প্রতিদিনই নতুন কাজের দায়িত্ব পালন করতে পারি। এটাই মিনি ভার্সিটি মেথড।

কাজ চিহ্নিত করা সম্পর্কে বলুন - কি কি কাজ তাহলে আমাদের করতে হবে? মোটাদাগে কাজ হলো - রুম ম্যানেজমেন্ট,খাবার, বিনোদন, রিপোর্ট। প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ননা করুন। দল গঠন করুন । দলনেতা নির্বাচন করুন । দলের নাম নির্বাচন করুন দলের নাম, কবে কোন দলের কি দায়িত্ব প্রভৃতি ফ্লিপ চার্টে লিখুন এবং তা এমন স্থানে প্রদর্শন করুন, যাতে করে সকলেই দেখতে পায়। দায়িত্ব বন্টনের নমুনা ছক।

কাজ	১ম দিন	২য় দিন
রুম ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা রক্ষা	শাপলা	গোলাপ
খাবার	গোলাপ	শিউলী
বিনোদন	শিউলী	জবা
রিপোর্ট	জবা	শাপলা

দল এমনভাবে গঠন করুন, যাতে করে সকল সদস্যই দলে সম্পক্ত্ হতে পারে। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষন কক্ষে প্রস্তুত কৃত ফ্লিপচার্টটি এমন জায়গায় লাগাবেন যেখান থেকে সকল প্রশিক্ষণার্থী তা দেখতে পাই। এরপর চারদিনই অংশগ্রহণকারীগণ সুশৃংখলভাবে, নিবেদিতভাবে প্রশিক্ষণে অংশ নেবেন- অংশগ্রহণকারীদের সাথে এ রকম একটি মৌখিক চুক্তি (ধমৎববসবহঃ) সম্পন্ন করা। প্রশিক্ষণ ক্যাম্পাসের নিয়ম কানুন সম্পর্কে বলুন বাদাবন সংঘের সুনামের ঐতিহ্য আছে সবখানেই। আশাকরছি এখানেও এ সুনাম অক্ষুন্ন থাকবে। এবার সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

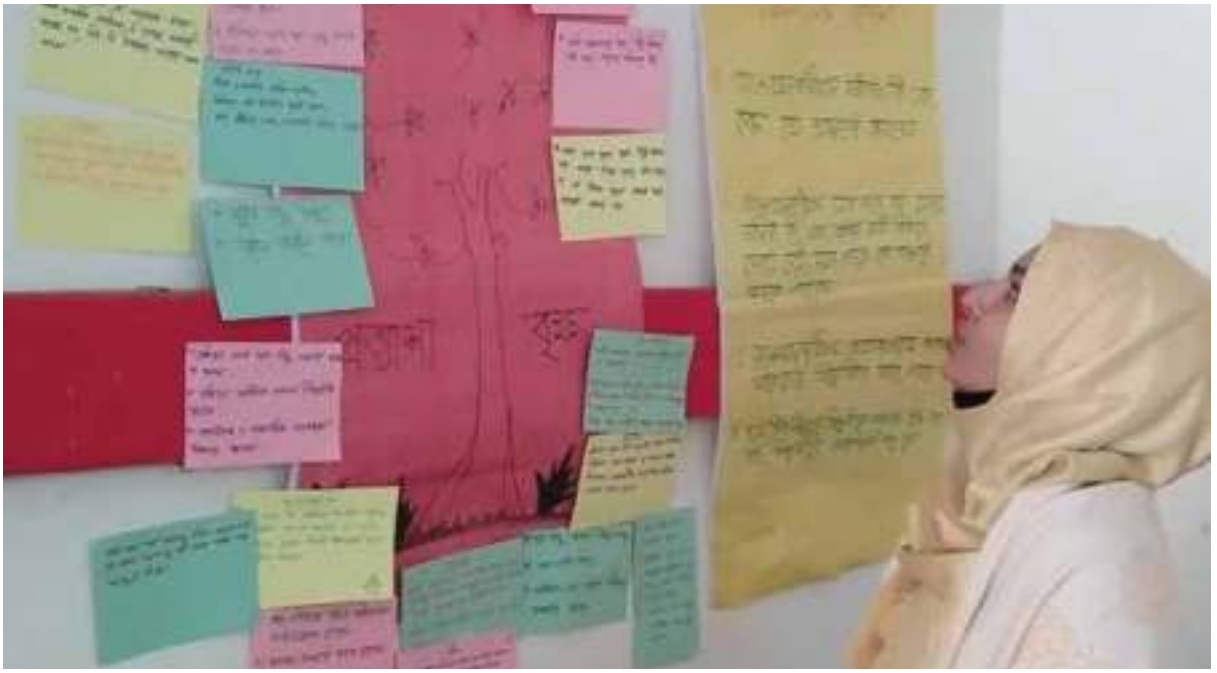

অধিবেশন
০৩

আইন এবং
নারী সুরক্ষা সংক্রান্ত আইন
সম্পর্কে বর্ণনা।

অধিবেশনের উদ্দেশ্য:

- আইন ও আইনের শাসন সম্পর্কে জানবেন।
- নারী সুরক্ষা সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে অংশগ্রহনকারীদের ধারনা প্রদান করা

পদ্ধতি:

অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। সহায়ক আইন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারনা জানার চেষ্টা করবেন। সহায়ক আইন ও নারী সুরক্ষা সংক্রান্ত আইন স্লাইড প্রদর্শন করে ব্যখ্যা করুন। অংশগ্রহনকারীদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

সহায়ক পাঠ:

• আইন কি ?

আইন হলো মানুষের বাহ্যিক আচরন নিয়ন্ত্রনের জন্য এমন কতগুলো নিয়ম-কানুন যা সমাজের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র অনুমোদীত অবশ্য পালনীয় বিধিমালা। এই বিধিমালা ভংগ করলে শাস্তির সম্মূখীন হতে হয়।

• নারী সুরক্ষায় আলাদা আইন কেন ?

আইন হচ্ছে মানুষের মধ্যে যে সময়ের জন্য যে আইন প্রনীত হয় সেই কাজের ধারনা অনুযায়ী শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা। প্রাচীন শাস্ত্রগুলো যা অনেক সমাজে এখনো আইনের উৎস হিসেবে গন্য তা নারীকে সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেনি। সামাজিক ও শরীরিক কারনে নারী পুরুষের থেকে আলাদা পরিস্থিতির সম্মূখীন হন। যা কেবলমাত্র তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত করা নয় অনেক ক্ষেত্রে জীবনহানীর কারন হয়ে দাড়ায়। সম্পত্তির উত্তরাধিকার, চলাচলের নিরাপত্তা, গার্হস্থ্য হিসংসা, বঞ্চনা, যৌতুক নারীকে হেয় ও ভোগ্যপণ্যে রুপে উপস্থাপনের এই রকম অজস্র বেষম্যের শিকার নারী। আমাদের মত দেশে নানা কারণে সকল ক্ষেত্রে হয়তো নারীর সম অধিকার প্রতিষ্ঠা আপাতত সম্ভব হচ্ছে না। তবে নারী কেবলমাত্র নারী হবার কারণে যে সকল নির্যাতন- নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকে তা প্রতিবিধানের জন্য আমাদের দেশে একাধিক বিশেষ আইন হচ্ছে, যা সকল নারীর জানা থাকা আবশ্যক।

• নারী সুরক্ষায় যত আইন

- নারী নির্যাতন বন্ধে আশির দশকের শুরুর দিকে বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় তা দমনে ১৯৮৩ সালে এ আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনে নানা ধরনের দুর্বলতা খুঁজে পাওয়া যায়। ফলে আইনটি সংশোধনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

- পরে ১৯৯৫ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন আইন পাস করা হয়। পরে আইনটি বাতিল করে ২০০০ সালে নতুন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন প্রণয়ন হয়। আইনটি আরও শক্তিশালী করতে ২০০৩ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন প্রণয়ন করা হয়।

- এছাড়া এসিড-সন্ত্রাস দমন আইন ২০০২ ও যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০-সহ নানা আইন রয়েছে।

- এ ছাড়া নারীনীতিসহ আরও কিছু আইন আছে, যেখানে পরোক্ষভাবে নারীর অধিকার ও স্বার্থকে রক্ষা করা হয়েছে। দেশে প্রথমবার নারীনীতি আইন প্রণয়ন করা হয় ১৯৯৭ সালে, এরপর ২০০৪ ও ২০০৮ সালে তা সংশোধন করা হয়। সর্বশেষ ২০১১ সালে পুনরায় নারীনীতি প্রণয়ন হয়।

- আবার পুরুষকে তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে আইন না থাকলেও মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ মোতাবেক নারীদের বিবাহ বিচ্ছেদেরও অধিকার দেওয়া হয়।

- পারিবারিক আইনে নারীর অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু সামাজিকভাবে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকায় নারী তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় হরহামেশাই। যেসব বিষয়ের ক্ষেত্রে নারী অধিকার প্রযোজ্য হয়, তা সুনির্দিষ্ট না হলেও এগুলো মূলত সমতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা-কেন্দ্রিক।

- যেমন: ভোটদানের অধিকার, অফিস-আদালতে একসঙ্গে কাজ করার অধিকার, কাজের বিনিময়ে ন্যায্য ও সমান প্রতিদান (বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি) পাওয়ার অধিকার, সম্পত্তি লাভের অধিকার, শিক্ষার্জনের অধিকার, সামরিক বাহিনীতে কাজ করার অধিকার, আইনগত চুক্তিতে অংশগ্রহণের অধিকার এবং বিবাহ, অভিভাবক ও ধর্মীয় অধিকার।

অধিবেশন

০৪

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিদ্যমান আইন সমূহ এবং জি ডি এজাহার সম্পর্কে ধারনা প্রদান

অধিবেশনের উদ্দেশ্য:

- অধিকার ও অপরাধ সম্পর্কে ধারনা প্রদান।
- অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনের আশ্রয় লাভের পদ্ধতি সম্পর্কে ধারনা প্রদান।
- জি ডি, এজাহার সম্পর্কে ধারনা প্রদান।

পদ্ধতি:

বক্তৃতা, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর

সহায়ক অংশগ্রহনকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আলোচনা শুরু করবেন। অংশগ্রহনকারীদের কাছে নাগরীকের অধিকার, অপরাধ কি এবং নাগরীকের অধিকার লংঘিত হলে বা অপরাধজনক কোন কর্মকান্ড ঘটলে নাগরীকের করনীয় সম্পর্কে জানতে চাইবেন। সহায়ক কি কারনে এবং কিভাবে জি ডি/এজহার করতে হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন। জি ডি এবং এজাহারের নমুনা উপস্থাপন করবেন। দলীয় কাজের মাধ্যমে অংশগ্রহনকারীরা জি ডি/এজহার প্রস্তুত করবেন।

সহায়ক পাঠ:

অধিকার বলতে কি বুঝি?

অধিকার হচ্ছে মানুষের আত্মবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দাবী, যা নৈতিক বা আইনগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

আইনগত অধিকার কি?

যে অধিকার দেশের আইন দ্বারা স্বীকৃত এবং যা ভংগ করলে আইনগত অপরাধ হয় তাকে আইনগত অধিকার বলে।

অপরাধ কি?

সাধারন ভাষায় আইনে যা শাস্তিযোগ্য তাই অপরাধ। এক বা একাধিক মানুষের যে সকল কর্মকান্ড অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বা সমাজের স্বাভাবিক অবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে তাই অপরাধ।
বৃটিশ আমলে ১৮৬০ সালে দন্ডবিধি আইন প্রনয়ন করা হয়। এই দন্ডবিধিতে ৫১১ টি ধারায় অপরাধকে সংগায়িত করা হয়েছে। নাগরিকদের কোন কোন কর্মকান্ড শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে, কোন আদালতে বিচার হবে, সাজার পরিমান আপোষযোগ্য বা আপোষ অযোগ্য কিনা তার বিস্তারিত বর্ননা দন্ডবিধিতে বর্নিত আছে।
সময়ের বিবর্তনে নতুন ধরনের অপরাধের ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে । তাই যুগের প্রয়োজনে সামাজিক শৃংখলা বজায় রাখার সাথে নতুন আইনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেমন- যৌতুক নিরোধ আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, সাইবার নিরাপত্তা আইন ইত্যাদি।
দন্ডবিধি এবং অন্যান্য বিশেষ আইনের অপরাধগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা- আমলযোগ্য অপরাধ ও আমল অযোগ্য অপরাধ।

আমলযোগ্য অপরাধ:

আমলযোগ্য অপরাধ হচ্ছে সেই সব অপরাধ, যেগুলো সংগঠিত হলে পুলিশ গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়া আসামীকে গ্রেফতার করতে পারে। যেমন– খুন, ধর্ষন, নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত মামলা ইত্যাদি।

আমল অযোগ্য অপরাধ:

আমল অযোগ্য অপরাধ হচ্ছে সেই সব অপরাধ, যেগুলো সংগঠিত হলে পুলিশ গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়া আসামীকে গ্রেফতার করতে পারে না। যৌতুক নিরোধ আইনের অপরাধ, বে- আইনি বহু বিবাহ, বে- আইনি গৃহ প্রবেশ সংক্রান্ত মামলা ইত্যাদি।

আপোষযোগ্য অপরাধ এবং আপোষ অযোগ্য অপরাধ সমূহ:

দন্ডবিধি এবং অন্যান্য বিশেষ আইনের অপরাধগুলোর মধ্যে কতগুলি আছে যেগুলো ভিকটিম/বাদীপক্ষ আসামীদের সাথে আপোষ করতে পারে এবং কতগুলি আছে যেগুলো আপোষ করা যায় না । যে অপরাধগুলো আপোষ করা যায় সেগুলো আপোষযোগ্য অপরাধ এবং যে অপরাধগুলো আপোষ আপোষ করা যায় না সেগুলোকে আপোষ অযোগ্য অপরাধ বলে।

অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনের আশ্রয় লাভের পদ্ধতি:

কারো অধিকার লংঘিত হলে আইনের আশ্রয় গ্রহন করা সভ্য সমাজের প্রতিষ্ঠিত নীতি। পূর্বে চোখের বদলে চোখ, কানের বদলে কান এই নীতিতে প্রতিকার করা হতো। এর ফলে যুগের পর যুগ বংশ পরম্পরায় মারামারি হানাহানি লেগেই থাকত। এর ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবন উন্নয়ন ব্যহত হতো। রাজা বা প্রভাবশালীদের কথা বা ইচ্ছা ছিল আইন। গনতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা হবার পর আইন বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে আলাদা করা হয়। সকল নাগরিককে সমান মর্যাদা দিয়ে আইন প্রনীত হয়। বিচার বিভাগকে দ্বায়িত্ব দেওয়া হয় অপরাধ অনুযায়ী অপরাধীর সাজা প্রদানের ক্ষমতা। বিচারককে বিচার করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ন স্বাধীনতা দেওয়া হয়। মানুষের অধিকারের নিরাপত্তা দেওয়া হয়। কোন নাগরিকের অধিকার রাষ্ট্র বা ব্যক্তি হরন করলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার রাখেন। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট এলাকার থানা অথবা আদালতে প্রতিকার প্রার্থনা করে দরখাস্ত করবেন। কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হবার হুমকি পেলে তিনি সংশ্লিষ্ট এলাকার থানায় জি ডি করবেন। কারোর বিপক্ষে অপরাধ সংগঠিত হলে তিনি এজহার করবেন। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিকারের জন্য আদালতে সরাসরি দরখাস্ত করে প্রতিকার প্রার্থনা করতে হয়। অর্থ্যাৎ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি কোন না কোনভাবে শান্তিরক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান বা আদালতের দৃষ্টি আকর্ষন করবেন।

- কারও দ্বারা ভীতিপ্রাপ্ত হলে, নিরাপত্তার অভাব বোধ করলে থানায় প্রাথমিক প্রতিকার হিসেবে জিডি করা যায়। কোনো ব্যক্তি বা তাঁর পরিবারের সদস্যের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের আশঙ্কা থাকলেও জিডি করা যায়।

- কোনো প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, যেমন পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, সনদ, দলিল, মোবাইল ফোন প্রভৃতি হারিয়ে গেলেও জিডি করতে হয়। কেউ নিখোঁজ হলে জিডি করতে হয়। অনেকের ধারণা, জিডি শুধু কেউ ভয়ভীতি বা হুমকি দিলেই করতে হয়। আসলে তা নয়। যেকোনো ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রেই প্রাপ্তবয়স্ক যেকোনো ব্যক্তি থানায় জিডি করতে পারেন।

- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে বা তাঁর পরিবারের কেউ কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তি, যিনি ঘটনা ঘটতে দেখেছেন কিংবা ঘটনার কথা শুনেছেন বা অবগত আছেন, তিনি থানায় এজাহার করতে পারেন।

- এজাহার হচ্ছে মামলা রুজু করা। ঘটনাটি যে থানার এখতিয়ারের মধ্যে রয়েছে, সাধারণত ওই থানাতেই করা উচিত। এজাহারে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ, ঘটনার স্থান, সময়, কীভাবে ঘটনা ঘটল, তার বিবরণ স্পষ্টভাবে লিখতে হবে। এজাহারকারীর পূর্ণ ঠিকানা ও স্বাক্ষর থাকতে হবে। যদি মৌখিকভাবে থানায় এজাহার দেওয়া হয়, তাহলে থানার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তা লিখবেন এবং এজাহারকারীকে শোনাবেন। এজাহারকারীর স্বাক্ষর অবশ্যই দিতে হবে।

অনেকের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে, জিডি (সাধারণ ডায়েরি) আর এজাহার এক বিষয়। এ দুটি এক বিষয় নয়। জিডি হচ্ছে থানায় কোনো ঘটনা সম্পর্কে অবগত করা মাত্র, আর এজাহার হচ্ছে সরাসরি মামলা গ্রহণে পদক্ষেপ নেওয়া। জিডি কোনো অপরাধ সংঘটনের বিরুদ্ধে আইনি সহায়তাকারী সংস্থার সাহায্য পাওয়ার জন্য প্রথম পদক্ষেপ। ধরুন, একজন ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু এটি যদি হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা হয়, তাহলে জিডি করতে হবে। আর নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি যদি অপহরণের কারণে হয়, তাহলে এজাহার করতে হবে।

অধিবেশন

৫

বিবাহ সংক্রান্ত আইন ও বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন

অধিবেশনের উদ্দেশ্য:

- হিন্দু ও মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রেশন, বিবাহের সঠিক বয়স, দেনমোহর, তালাক রেজিস্ট্রেশন, দেনমোহর, সম্পর্কে অংশগ্রহনকারীরা জানে কি না তা যাচাই করা
- বিবাহ সংক্রান্ত আইন ও বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন সম্পর্কে ধারনা প্রদান

পদ্ধতি:

কুশল বিনিময়ের পর আলোচনার মাধ্যমে আজকের অধিবেশন শুরু করুন। সেশনের শুরুতে একটি ভিডিও প্রদর্শন, যেখানে দেখানো হবে যে বিবাহ সম্পর্কিত কাগজপত্র বা রেজিস্ট্রেশন না থাকার ফলে একজন নারী কি কি ধরনের বিপদে পড়তে পারেন। এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের কারো এ ধরনের অভিজ্ঞতা আছে কিনা তা জানতে চাইবেন। তাদের কথা শোনার পরে তিনি নিজে আলোচনা করে বুঝিয়ে দেবেন। আলোচনার ফাঁকে হিন্দু ও মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রেশন এর কাগজ, তালাক রেজিস্ট্রেশন, সম্পর্কিত কাগজপত্র দেখাবেন।

বি:দ্র: যেহেতু বিষয়টি স্পর্শকাতর সেহেতু অংশগ্রহণকারীদের কেউ এ বিষয়ে কথা বলতে না চাইলে জোরাজুরি করা যাবেনা। এবং আলোচনার শুরুতে এটি শুধুমাত্র অবগত করানোর জন্য বলা হচ্ছে বলা এবং কোন ভাবেই তালাক এর জন্য উৎসাহিত না করা।

সহায়ক:

• হিন্দু ও মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রেশন

মুসলিম বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ (নিবন্ধন) আইন ১৯৭৪ এর ধারা ৩ অনুসারে, মুসলিম আইনের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রতিটি বিবাহ নিবন্ধিত হবে। যেখানে নিকাহ রেজিস্ট্রার নিজে বিবাহ সম্পন্ন করেন, তিনি একবারে বিবাহ নিবন্ধন করবেন। অন্যদিকে, যেখানে নিকাহ রেজিস্ট্রার ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা একটি বিবাহ অনুষ্ঠান করা হয়, বরকে তা অনুষ্ঠানের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নিকাহ নিবন্ধকের কাছে রিপোর্ট করতে হবে।
অন্যদিকে, হিন্দু বিয়েতে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক নয়। তবে বিদেশে ভ্রমণের সময় আইনি সুরক্ষা পেতে, সম্পদ হস্তান্তর, উপহারের দলিল প্রস্তুত, আদালতে প্রমাণ উপস্থাপন এবং বিবাহবিচ্ছেদের জন্য নিবন্ধন করা উচিত। হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২ হিন্দু আইন অনুসারে বিবাহ নিবন্ধনের পথ প্রশস্ত করেছে ।

• বিবাহের সঠিক বয়স

চাইল্ড ম্যারেজ রেস্ট্রেন্ট অ্যাক্ট, ২০১৭ অনুযায়ী বিয়ের পক্ষের অবশ্যই বিয়ের বৈধ বয়স হতে হবে। এই আইনের ধারা ২ তে বরের সর্বনিম্ন বয়স ২১ বছর এবং কনের বয়স ১৮ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে এই আইনটি মুসলিম আইনের অধীনে বৈধভাবে পালিত বিবাহকে অবৈধ ঘোষণা করে না তবে অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের বা তাদের মধ্যে বিবাহকে দণ্ডিত করে।

• দেনমোহর:

দেনমোহর হল শরিয়াহ দ্বারা নির্ধারিত একটি কঠোর আর্থিক বাধ্যবাধকতা যা বিবাহের ফলস্বরূপ প্রতিটি মুসলিম স্বামীকে গ্রহণ করতে হয়। দেনমোহর প্রদানের সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দুটি অংশ থাকতে পারে: প্রম্পট এবং বিলম্বিত। প্রম্পট অংশ অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে, এবং বিলম্বিত অংশ বিবাহ বিচ্ছেদ বা কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটলে পরিশোধযোগ্য। উভয় পক্ষের সামাজিক অবস্থা এবং অর্থনৈতিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে যৌতুক নির্ধারণ করা উচিত। মোহরের পুরো বা যে কোনো অংশ স্ত্রীকে দিতে হবে তা কাবিননামায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

তালাক রেজিস্ট্রেশন

কাবিননামার ১৮ নং ধারায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার অধিকার অর্পণ করার কথা বলা হয়েছে, যা তালাক-ই-তাফবিদ নামেও পরিচিত। এই অধিকার নিঃশর্তভাবে অর্পণ করা যেতে পারে বা স্বামীর দ্বারা সংযুক্ত শর্তাবলী সহ। এটি একজন মুসলিম নারীকে আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই বিয়ে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার দেয়।

স্ত্রী কি স্বামীকে তালাক দিতে পারে-

- নিকাহ্ নামার ১৮নং কলামে হ্যাঁ কথাটি লিখা থাকলে স্ত্রী স্বামীর ন্যায় তালাক দেবার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। এই ক্ষমতা বলে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে উহাকে তালাক-ই-তাফবিজ বলে।

আইন সম্মতভাবে তালাক দেয়ার বিধানহসমূহ-

মুখে মুখে তালাক দিলে তা কার্যকর হয় না;

- তালাক দিতে চাইলে চেয়ারম্যানকে এবং অপর পক্ষকে নোটিশ দিতে হয়
- নোটিশ পাবার পর চেয়ারম্যান ও উভয় পক্ষের ১ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে সালিসী পরিষদ গঠিত হবে;

- সালিসী পরিষদ উভয়ের মধ্যে মিলমিশ করার চেষ্টা করবে। না হলে নোটিশ দেবার তারিখ থেকে ৯০ দিনের পর অথবা স্ত্রী গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব হওয়ার পর (যা পরে ঘটে) তালাক কার্যকর হবে।

আইন অনুযায়ী তালাক দেয়া না হলে তার শাস্তি-

তালাক দিতে হলে চেয়ারম্যানকে নোটিশ দিতে হবে। নোটিশ ছাড়া তালাক দিলে ১ বৎসর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ডে বা অনুর্দ্ধ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দন্ডে বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হবে।

তালাকপ্রাপ্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পুনরায় বিয়েতে কোন বাধা আছে কি?

- বাংলাদেশে বর্তমানে বলবৎ ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ মোতাবেক তালাকপ্রাপ্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পুনরায় বিয়েতে কোন বাধা নেই।

হিল্লা বিবাহ:

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে বলা হয়েছে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বৈধ তালাক হবার পর তারা যদি পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে হিল্লা বিবাহ আইনত: নিষিদ্ধ।

সর্বশেষে সহায়ক পুরো উপর বিষয়ের উপর কিছু প্রশ্ন করে মূল্যায়ন করুন। অতঃপর আজকের পাঠের শিখনগুলি বাস্তবায়নের কৌশল নিয়ে আলোচনা করুন। অধিবেশনে উপস্থিত থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ এবং আগামী অধিবেশনে সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করুন।

অধিবেশন

৬

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন ও নারীর অংশ

অধিবেশনের উদ্দেশ্য:

- মুসলিম উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে ধারনা প্রদান
- সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় এবং নারীর অংশ নিয়ে আলোচনা করার মাধ্যমে স্পষ্ট ধারনা প্রদান

পদ্ধতি:

মুক্ত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর

সবাইকে শুভেচ্ছা দিয়ে আলোচনা শুরু করবেন। শুরুতেই উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে তারা কি বোঝে বা জানে সেই বিষয়ে তাদেরকে ৫ মিনিট ভাবতে বলেন। এরপর অংশগ্রহনকারীদের কাছে জানতে চান উত্তরাধিকার সূত্রে নারীর অংশ সম্পর্কে কতোটুকু জানেন। পৈত্রিক বা স্বামীর জমির ভাগ বাটোয়ারা কি অনুসারে হয়েছে , কেউ সম্পত্তিতে অংশ পেয়েছেন কিনা / পেলেও কতোটুকু পেয়েছেন সেই সম্পর্কে শুনবেন। এরপর উত্তরাধিকার আইন অনুসারে নারীর অংশ নিয়ে আলোচনা করবেন। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

সহায়ক:

মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে নারীর অংশ:

মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে নারীর উত্তরাধিকার/ কোরআনিক আইনে স্বীকৃত আছে, উত্তরাধিকার যদি ৮ জন হন নারী মৃত ব্যক্তির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকেন। তবে কোরআনে বর্ণিত অধীনে চারজন নারী অংশীদারের নামের তালিকা এবং তাদের নির্ধারিত অংশ প্রাপ্তির সংক্ষিপ্ত নিয়ম:

১. স্ত্রী: মৃতব্যক্তির সন্তান থাকলে স্ত্রী পাবে ১/৮ (আট ভাগের এক ভাগ) আর না থাকলে পাবে ১/৪ (চার ভাগের এক ভাগ)।

২. মাতা: ছেলে মেয়ে থাকলে পাবে ১/৬ (ছয় ভাগের এক ভাগ) আর না থাকলে পাবে ১/৩ (তিন ভাগের এক ভাগ)।

৩. কন্যা: পুত্র সন্তান না থাকলে এবং মৃত ব্যক্তির একজন মাত্র কন্যা থাকলে সে মোট সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। একের অধিক কন্যা থাকলে মোট সম্পত্তির তিনভাগের দুইভাগ পাবে। মৃত ব্যক্তির পুত্র সন্তান থাকলে পুত্র যা পাবে কন্যা তার অর্ধেক পাবে।

৪. আপন বোন: মৃত ব্যক্তির পুত্র বা পিতা জীবিত থাকলে বোন সম্পত্তির কোনো অংশ পায় না। মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্রী না থাকলে একজন বোন থাকলে সে মোট সম্পত্তির ১/২ (দুই ভাগের এক ভাগ) অর্থাৎ অর্ধেক পাবে। একাধিক হলে ২/৩ (তিন ভাগের দুই ভাগ) পাবে। যদি মৃত ব্যক্তির কোনো সহোদর ভাই থাকে তবে ভাই যা পাবে বোন তার অর্ধেক পাবে।

অংশগ্রহনকারীদের নিকট প্রশ্ন করুন, সেশন থেকে তারা কি শিখলো তা যাচাই করার জন্য। সেশন সার-সংক্ষেপ করুন ও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন

৭

হিন্দু আইন সম্পর্কে ধারনা

অধিবেশনের উদ্দেশ্য:

- হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে ধারনা প্রদান
- ভরণপোষন আইন সম্পর্কে ধারনা প্রদান

পদ্ধতি:

মুক্ত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর

সবাইকে শুভেচ্ছা দিয়ে আলোচনা শুরু করবেন। শুরুতেই উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে তারা কি বোঝে বা জানে সেই বিষয়ে তাদেরকে ৫ মিনিট ভাবতে বলেন। এরপর অংশগ্রহনকারীদের কাছে জানতে চান উত্তরাধিকার সূত্রে নারীর অংশ সম্পর্কে কতোটুকু জানেন। পৈত্রিক বা স্বামীর জমির ভাগ বাটোয়ারা কি অনুসারে হয়েছে , কেউ সম্পত্তিতে অংশ পেয়েছেন কিনা / পেলেও কতোটুকু পেয়েছেন সেই সম্পর্কে শুনবেন। এরপর উত্তরাধিকার আইন অনুসারে নারীর অংশ নিয়ে আলোচনা করবেন। ভরণপোষণ আইন সম্পর্কে আলোচনা করবেন। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

সহায়ক:

• হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীর অংশ:

হিন্দু নারী কেবল জীবন স্বত্ত্বে সম্পত্তি পান। তিনি পুরুষের মত এই সম্পত্তি দান বা বিক্রয় করতে পারেন না।

১. বিধবা: মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র না থাকলে বিধবা স্ত্রী সম্পত্তির মালিকানা পাবে। পুত্র থাকলে বিধবা একপুত্রের সমান অংশ পাবে।

২. কন্যা/কন্যাগণ: পুত্র, পুত্রের পুত্র, পুত্রের পুত্রের পুত্র, বিধবা না থাকলে কণ্যা সম্পত্তির মালিক হবে। প্রথমে অবিবাহিত কণ্যা তারপর পুত্রবতী কণ্যা সম্পত্তির মালিক হবে।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে ৫৩ জন সপিন্ড উত্তরাধিকারের মধ্যে সাধারণত ২০ জনের উত্তরাধিকার কার্যকর হতে পারে।

• হিন্দু ভরণপোষন আইন:

একজন হিন্দু পুরুষের ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে যে তার কোনো সম্পত্তি, পৈতৃক সম্পত্তি থাকুক বা না থাকুক সে তার স্ত্রীসহ কিছু ব্যক্তিকে ভরণপোষন হিতে হবে। এই দায়িত্ব কোনো সম্পত্তি দখলের উপর নয়, এটি একটি নির্দিষ্ট সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। একজন হিন্দু পুরুষ শাস্ত্রীয় আইনের অধীনে তার স্ত্রী, বৃদ্ধ পিতামাতা এবং নাবালক সন্তানদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করে। সন্তানের ক্ষেত্রে মেয়েকে তার বিয়ে পর্যন্ত ভরণপোষনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ।

অধিবেশন

৮

পারিবারিক আদালত ও আইন

অধিবেশনের উদ্দেশ্য:

- পারিবারিক আদালতের মামলার বিষয়বস্তু সম্পর্কিত ধারনা প্রদান
- মামলার পদ্ধতি সম্পর্কে অংশগ্রহনকারীদের অবহিত করা

পদ্ধতি:

মুক্ত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর

অংশগ্রহনকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আলোচনা শুরু করবেন। অংশগ্রহনকারীদের কাছে পারিবারিক আদালত ও বিদ্যমান আইন সম্পর্কে জানতে চাইবেন । তারা এ সম্পর্কে জানেন কি না তা যাচাই করবেন । পারিবারিক আদালত ও বিদ্যমান আইন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবেন। অংশগ্রহনকারীদেরকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে তারা কতোটুকু বুঝতে পেরেছেন তা যাচাই করুন।

সহায়ক:

পারিবারিক আদালতের এখতিয়ার: মুসলিম পারিবারিক আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, পারিবারিক আদালতে নিম্নরূপ সকল বা যেকোনো বিষয় সম্পর্কিত বা উহা হইতে উদ্ভূত যেকোনো মোকদ্দমা গ্রহণ, বিচার এবং নিষ্পত্তির এখতিয়ার থাকিবে, যথা:

- বিবাহ বিচ্ছেদ
- দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার
- দেনমোহর
- ভরণপোষণ এবং
- শিশু সন্তানদের অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধান।

মোকদ্দমা দায়ের: এই আইনের অধীন কোনো মোকদ্দমা সেই পারিবারিক আদালতে আরজি দাখিলের মাধ্যমে দায়ের করিতে হইবে যাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমানার মধ্যে,

- মোকদ্দমার কারণ সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে উদ্ভূত হইয়াছে অথবা
- পক্ষগণ একত্রে বসবাস করেন বা সর্বশেষ বসবাস করিয়াছিলেন:

তবে শর্ত থাকে যে, বিবাহ বিচ্ছেদ, দেনমোহর বা ভরণপোষণের মোকদ্দমায় সেই আদালতেরও এখতিয়ার থাকিবে, যাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমানার মধ্যে স্ত্রী সাধারণত বসবাস করেন।

যে-ক্ষেত্রে কোনো এখতিয়ারবিহীন আদালতে কোনো আরজি দাখিল করা হয় সেইক্ষেত্রে

- আরজিটি যে আদালতে দাখিল করা সমীচীন ছিল সেই আদালতে দাখিলের জন্য ফেরত দেওয়া হইবে; এবং
- আরজি ফেরত প্রদানকারী আদালত ইহার নিকট আরজি দাখিলের ও ফেরত প্রদানের তারিখ, দাখিলকারীর নাম

ও ফেরত প্রদানের কারণসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আরজির উপর লিপিবদ্ধ করিবেন।

- আরজিতে বিরোধ সম্পর্কিত সকল অত্যাবশ্যকীয় তথ্যাদির উল্লেখ থাকিবে এবং উহার একটি তফসিল থাকিবে, যাহাতে আরজির সমর্থনে উপস্থিত করিতে ইচ্ছুক সাক্ষীগণের নাম ও ঠিকানার উল্লেখ থাকিবে

তবে শর্ত থাকে যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে, আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে, বাদী পরবর্তীযেকোনো সময়, যেকোনো সাক্ষীকে আদালতে হাজির করিতে পারিবেন। আরজিতে নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহেরও উল্লেখ থাকিবে, যথা:

- যে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা হইবে উহার নাম;
- বাদীর নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান;
- বিবাদীর নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান;
- বাদী বা বিবাদী নাবালক বা অপ্রকৃতিস্থ হইলে তৎসংশ্লিষ্ট একটি বিবরণী;
- মোকদ্দমার কারণ সংক্রান্ত তথ্যাবলি এবং তাহা যেস্থানে ও তারিখে উদ্ভূত হইয়াছে;
- আদালতের এখতিয়ার সম্পর্কিত তথ্যাবলি; এবং
- বাদীর প্রার্থীত প্রতিকার।

অংশগ্রহনকারীদের নিকট প্রশ্ন করুন, সেশন থেকে তারা কি শিখলো তা যাচাই করার জন্য। সেশন সার-সংক্ষেপ করুন ও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ

অধিবেশন

৯

সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩

অধিবেশনের উদ্দেশ্য:

- সাইবার নিরাপত্তা আইন সম্পর্কে অংশগ্রহনকারীদের ধারনা প্রদান
- ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের এই আইনের সহায়তা গ্রহনের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা।

পদ্ধতি:

দলীয় আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর

অংশগ্রহণকারীদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। প্রাসঙ্গিক আলোচনার মধ্য দিয়ে অধিবেশনের বিষয়ে প্রবেশ করুন। এই আলোচনা যেহেতু সেন্সিটিভ এবং ব্যক্তিগত তাই অংশগ্রহন কারীদের শুরুতেই মানেসিক জড়তা ভাঙার জন্য কিছু মর্মস্পর্শী গল্প শোনান। অংশগ্রহণকারীদের বলুন আজ আমরা আলোচনা করবো সাইবার অপরাধ নিয়ে। সাইবার অপরাধ নিয়ে তাদের কোনো ধারনা আছে কি না, না থাকলে সাইবার অপরাধ কি এবং কিভাবে, কি দ্বারা সাইবার অপরাধ সংঘটিত হয়। কিভাবে আমাদের বহুল ব্যবহৃত ছোট্ট মোবাইল ফোন ডিভাইস টি আমাদের জীবনে কাল হয়ে দাড়িয়ে আমাদের বা আমাদের বাচ্চাদের জীবন নষ্ট করে দিতে পারে। শেষ হয়ে যেতে পারে আমাদের দীর্ঘ দিনের সাজানো সংসার, মৃত্যুর মুখে চলে যেতে পারে আমাদের জীবন সব ব্যাখ্যা করবেন। তারপর সাইবার নিরাপত্তা আইন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান। সাইবার নিরাপত্তা আইন সম্পর্কে আলোচনা করুন। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

সহায়ক:

সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন ও উক্ত অপরাধের বিচার এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে নতুনভাবে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন'ই সাইবার নিরাপত্তা আইন।

• কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেম ইত্যাদিতে বেআইনি প্রবেশ ও দণ্ড:

যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে-কোনো কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেম ইত্যাদিতে বেআইনি প্রবেশ করেন বা সহায়তা করেন বা কোনো কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে বেআইনি প্রবেশ করেন বা বেআইনি প্রবেশ করতে সহায়তা করেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হবে একটি অপরাধ।
যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত ধারায় অপরাধ সংঘটিত করেন তাহলে অনধিক ৬ মাস কারাদণ্ডে বা অনধিক ২ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দন্ডে দণ্ডিত হবেন। যদি উক্ত ধারায় কোনো ব্যক্তি কৃত অপরাধ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-পরিকাঠামো কর্তৃক সংরক্ষিত কোনো কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়াকের ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়, তা হলে তিনি অনধিক ৩ বছর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দন্ডে দণ্ডিত হবেন।

• আক্রমণাত্মক, মিথ্যা বা ভীতি প্রদর্শক, তথ্য উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশের দণ্ড:

যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে কোনো তথ্য উপাত্ত প্রেরণ করেন যা আত্রমণাত্মক বা ভীতি প্রদর্শক অথবা মিথ্যা বলে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তিকে বিরক্ত, অপমান, অপদস্থ বা হেয় প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়ে যদি কোনো তথ্য উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করেন এবং রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বা সুনাম ক্ষুন্ন করার জন্য বা বিভ্রান্তি ছড়ানোর উদ্দেশ্যে অপপ্রচার বা মিথ্যা বলে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও কোনো তথ্য আংশিক বিকৃত আকারে প্রকাশ বা প্রচার করতে সহায়তা করেন তাহলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হবে একটি অপরাধ।

যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত অপরাধ সংঘটিত করেন তাহলে অনধিক ২ বছর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৩ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দন্ডে দণ্ডিত হবেন।

• হ্যাকিং সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ড:

যদি কোনো ব্যক্তি নিজ মালিকানা বা দখলহীন কোনো কম্পিউটার, সার্ভার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক সিস্টেমে অবৈধভাবে প্রবেশের মাধ্যমে ক্ষতিসাধন করে অথবা কম্পিউটারে তথ্য ভাণ্ডারের কোনো তথ্য চুরি, বিনাশ, বাতিল, পরিবর্তন বা অন্য কোনোভাবে ক্ষতিসাধন করে তবে সে ব্যক্তি হ্যাকিং এর অপরাধে ১৪ বছর বা অনধিক ১ কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

• পরিচয় প্রতারণা বা ছদ্মবেশ ধারণের দণ্ড:

যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে-কোনো কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেম ইত্যাদি ব্যবহার করে প্রতারণা বা ঠকাবার উদ্দেশ্যে অপর কোনো ব্যক্তির পরিচয় ধারন করে বা তার তথ্য নিজের বলে প্রদর্শন করে ,উদ্দেশ্যমূলক জালিয়াতির মাধ্যমে কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিসত্ত্বা কোনো উদ্দেশ্যে নিজের বলে ধারন করে তবে সে ব্যক্তি উক্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য অনধিক ৫ বছর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দন্ডে দণ্ডিত হবেন।

অধিবেশন
১০

ভূমি অধিকার প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন-২০২৩

অধিবেশনের উদ্দেশ্য:

- ভূমি অপরাধ অধিকার প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন সম্পর্কে জানানো
- আইনের সহায়তা গ্রহনের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা।

পদ্ধতি:

দলীয় আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর

অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আলোচনা শুরু করবেন। অংশগ্রহনকারীদের কাছে ভূমি প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন সম্পর্কে জানতে চাইবেন । তারা এ সম্পর্কে জানেন কি না তা যাচাই করবেন । ভূমি প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবেন। অংশগ্রহনকারীদেরকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে তারা কতোটুকু বুঝতে পেরেছেন তা যাচাই করুন।

সহায়ক:

ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন ২০২৩ দেশের জনগণের সাংবিধানিক অধিকার বাস্তবায়নের আইন। এই আইন সংশ্লিষ্ট বিধিমালা এমনভাবে প্রণয়ন করা যাতে সংশ্লিষ্ট আইনটি কার্যকরভাবে প্রয়োগ হয়। মামলা প্রমাণিত হওয়া সাপেক্ষে অবৈধভাবে দখলকৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনাসহ বিভিন্ন ধারায় কার্যকর বিধিমালা ও ব্যাখ্যা আছে।
যেহেতু সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকের স্বীয় মালিকানাধীন ভূমিতে দখল ও প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে ভূমি সংশ্লিষ্ট অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রয়োজনীয় প্রতিকারের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণসহ সুসংহত বিধান করা প্রয়োজন; এবং যেহেতু ভূমি বিরোধ দ্রুত নিরসন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন বিদ্যমান:

ভূমি প্রতারণা সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ড:

ভূমি হস্তান্তর, জরিপ, রেকর্ড হালনাগাদকরণ বা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিম্নবর্ণিত কোনো কার্য ভূমি প্রতারণা সংক্রান্ত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:

(ক) অন্যের মালিকানাধীন ভূমি স্বীয় মালিকানাধীন ভূমি হিসাবে প্রচার করা

(খ) তথ্য গোপন করিয়া কোনো ভূমি, সম্পূর্ণ বা উহার অংশবিশেষ, কোনো ব্যক্তি বরাবর হস্তান্তর বা সমর্পণ করা

(গ) স্বীয় মালিকানাধীন ভূমির অতিরিক্ত ভূমি বা অন্যের মালিকানাধীন ভূমি, তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া, কোনো ব্যক্তি বরাবর হস্তান্তর বা সমর্পণ করা

(ঘ) কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তি বলিয়া মিথ্যা পরিচয় প্রদান করিয়া বা জ্ঞাতসারে এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তিরূপে প্রতিস্থাপিত করিয়া কোনো ভূমি সম্পূর্ণ বা উহার অংশবিশেষ হস্তান্তর বা সমর্পণ করা

(ঙ) মিথ্যা বিবরণ সংবলিত কোনো দলিল স্বাক্ষর বা সম্পাদন করা

(চ) কর্তৃপক্ষের নিকট মিথ্যা বা অসত্য তথ্য প্রদান করা এবং

(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো কার্য সম্পাদন।

কোনো ব্যক্তি উপ-ধারায় বর্ণিত কোনো অপরাধ সংঘটন করিলে তজ্জন্য তিনি অনধিক ৭(সাত) বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ভূমি জালিয়াতি সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ড:

ভূমি হস্তান্তর, জরিপ, রেকর্ড হালনাগাদকরণ বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নিম্নবর্ণিত কোনো কার্য ভূমি জালিয়াতি সংক্রান্ত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:

(ক) কোনো ব্যক্তির ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন করিবার বা কোনো দাবি বা অধিকার সমর্থন করিবার অথবা কোনো ব্যক্তিকে কোনো সম্পত্তি পরিত্যাগ বা চুক্তি সম্পাদন করিতে বাধ্য করিবার অথবা প্রতারণা করা যাইতে পারে এইরূপ অভিপ্রায়ে কোনো মিথ্যা দলিল বা কোনো মিথ্যা দলিলের অংশবিশেষ প্রস্তুতকরণ

(খ) কোনো দলিল বা উহার অংশবিশেষ এইরূপ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার কর্তৃত্ব বলে প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, সিলমোহরকৃত বা সম্পাদিত বলিয়া বিশ্বাস করিবার অভিপ্রায়ে, যে ব্যক্তি কর্তৃক বা যে ব্যক্তির কর্তৃত্ববলে উহা প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, সিলমোহরকৃত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া সে জ্ঞাত বা অবগত, অথবা এইরূপ কোনো সময়, যে সময়উহা প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, সিলমোহরকৃত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া সে জ্ঞাত বা অবগত, অসাধু বা প্রতারণামূলকভাবে অনুরূপ দলিল বা উহার অংশবিশেষ প্রস্তুত, স্বাক্ষর, সিলমোহর বা সম্পাদন।

(গ) কোনো দলিল সম্পাদিত হইবার পর আইনানুগ কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে, অসাধু বা প্রতারণামূলকভাবে, উহার কোনো অংশ কর্তন করা বা অন্য কোনোভাবে উহার কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশের পরিবর্তন

(ঘ) সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোনো মিথ্যা দলিল প্রস্তুতকরণ

(ঙ) অসাধু বা প্রতারণামূলকভাবে কোনো ব্যক্তিকে কোনো দলিল স্বাক্ষর, সিলমোহর, সম্পাদনা বা পরিবর্তন করিতে বাধ্য।

কোনো ব্যক্তি উপ-ধারায় বর্ণিত কোনো অপরাধ সংঘটন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৭(সাত) বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ক্রেতা বরাবর বিক্রিত ভূমির দখল হস্তান্তর না করিবার দণ্ড:

বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত মূল্যের সম্পূর্ণ অর্থ বিক্রেতা বরাবর পরিশোধ করা সত্ত্বেও যদি তিনি, যুক্তিসত কারণ ব্যতীত, ক্রেতা বরাবর উক্ত ভূমির দখল হস্তান্তর না করেন, তাহা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২(দুই) বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

সীমানা বা ভূমির ক্ষতিসাধনের দণ্ড:

যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির আইনানুগভাবে দখলকৃত ভূমির সীমানা বা সীমানা চিহ্নের ক্ষতিসাধন করেন অথবা এইরূপ কোনো কার্য করেন যাহাতে উক্ত ভূমি অথবা উহাতে অবস্থিত স্থাপনা, বৃক্ষ, ফসলের কোনো ক্ষতি সাধিত হয়, তাহা হইলে অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

অংশগ্রহনকারীদের নিকট প্রশ্ন করুন, সেশন থেকে তারা কি শিখলো তা যাচাই করার জন্য। সেশন সার-সংক্ষেপ করুন ও সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন ১১

ফলাফল যাচাই, সমাপনী আলোচনা ও অনুভূতি বিনিময়

অধিবেশনের উদ্দেশ্য:

- অংশগ্রহনকারীরা প্রশিক্ষণ উত্তর জ্ঞান যাচাইমূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহন করবেন, প্রশিক্ষণ থেকে তাদের অর্জন সম্পর্কে বলবেন।
- প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তার মতামত বলবেন এবং প্রশিক্ষণ এর অর্জন তারা নিজেদের জীবনে কিভাবে প্রয়োগ করবে তা শেয়ার করবেন।

পদ্ধতি:

- আমরা দুই দিনের এই প্রশিক্ষনের শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি। আমরা এখন মিলিয়ে দেখবো কি অর্জন করতে চেয়েছিলাম আর কি পেয়েছি। তা যাচাই করে দেখবো।

- বলুন, প্রথম দিন আমরা ঠিক করেছিলাম আমরা কি নিয়ে এসেছি কি পেতেচাই এবং কি নিয়ে বাড়ি যেতে চাই। তার উপর বিত্তি করে পোস্টারে আমাদের অবস্থান নির্নয় করেছিলাম যা দেয়ালে টাঙ্গানো আছে। এবার প্রশিক্ষনের শেষ প্রান্তে এসে আমরা আবার আমাদের অবস্থান নির্নয় করব।

- এবার অংশগ্রহনকারিদের সেই পোস্টারের কাছে নিয়ে যান দুই দিন পর এখন তার অবস্থান কোথায় তা নির্নয় করার জন্য আবার বিন্য রঙ্গের মার্কার দিয়ে ডট দিতে বলুন। সবার ডট দেয়া শেষ হলে পূর্বে আমরা কোথায় ছিলাম এখন আমরা কোথায় আছি এভাবে প্রশিক্ষনের মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি শেষ করুন।

সহায়ক উল্লেখিত আলোচনার পূর্বে নিম্ন রূপ পোস্টার প্রস্তুত করে রাখবেন। আলোচনার এ পর্যায়ে পোস্টার গুলি প্রশিক্ষন কক্ষের দেয়ালে এমন ভাবে টাঙ্গাবেন যাতে প্রত্যোক অংশগ্রহনকারীর পক্ষে পোস্টারে ডট দেয়া সম্ভব হয়।

অংশগ্রহনকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন। প্রশিক্ষণ শেষে আমরা আপনাদের কতটুকু শিখাতে পেরেছি সেটা যাচাই করুন। সহায়ক অংশগ্রহনকারীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করবেন এবং অংশগ্রহনকারীরা এসব প্রশ্নের উত্তর দিবেন। অংশগ্রহনকারীদের কাছ থেকে প্রশিক্ষন কোর্সটি কেমন লেগেছে সে সম্পর্কে জানতে হবে। অংশগ্রহনকারীদের পক্ষ থেকে ২জন নারী কে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য আহবান জানানা এবং তাদের অনুভূতি শোনার পর ধন্যবাদ দিন। সারাদিনের প্রশিক্ষণ সার-সংক্ষেপ করুন। সহায়ক এই প্রশিক্ষণ শেষ করে তার যে অনুভূতি তা ব্যক্ত করবেন। তিনি সহযোগিতার জন্য অংশগ্রহনকারী সকলকে ধন্যবাদ জানাবেন। বাদাবন সংঘ বা দাতাসংস্থার পক্ষ থেকে উপস্থিত প্রতিনিধি এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান দ্বারা সংস্থার প্রত্যাশা পূরনে অংশগ্রহনকারীদের সহযোগিতা কামনা করে অধিবেশন ও প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষনা করবেন।

অংশগ্রহনকারীদের প্রাক ও পরবর্তী মূল্যায়নপত্র

তারিখ: সময়: স্থান:

প্রশিক্ষণের বিষয়: নারীর সুরক্ষা সংক্রান্ত আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

	সেশনের বিষয় ও সেশন পরিচালনা পদ্ধতি	আপনার পছন্দের ঘরটিতে টিক চিহ্ন দিন			মন্তব্য/সুপারিশ
		হ্যাঁ	না	জানি না	
১	আপনি কি পূর্বে কোনো প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করেছেন?				
২	নারী সুরক্ষা সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে ধারনা আছে কি?				
৩	নারীর অধিকার সম্পর্কে জানেন কি?				
৪	জিডি ও এজহার সম্পর্কে ধারনা পেয়েছেন কি?				
৫	মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তার মৃত স্বামীর সম্পত্তির অংশ পায় কি না?				
৬	হিল্লা বিবাহ কি আইন সম্মত?				
৭	ভূমি অপরাধ অনুসারে কারো ভূমি দখলে সাজা হতে পারে কি?				
৮	প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত আইনি ধারনা আপনার কাজে লাগবে কি না?				

এই প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আপনার মতামত লিখুন–

১.

২.

৩.